WORLD STATISTICS DAY 20.10.2015 BETTER DATA. BETTER LIVES.

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫

২০ অক্টোবর ২০১৫

World Statistics Day 2015

20 October 2015

উন্নত পরিসংখ্যান, উন্নত জীবন

ক্রোড়পত্র

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের গুরুত্ব ও বাংলাদেশের অবস্থান

অধ্যাপক ড. এম. মোসলেহ্ উদ্দীন

বিশ্বব্যাপী প্রথম বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালিত হয় ২০ অক্টোবর ২০১০ সালে। ১৩০ টি দেশ ও অঞ্চলে উক্ত দিবসটি পালিত হয়। মার্চ ২০১২ সালে জাতিসংঘের ৪৩তম সম্মেলনে প্রতি পাঁচ বছর পরপর বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনে সম্মত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০ অক্টোবর ২০১৫ সালে পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫ পালনের প্রস্তুতি হিসেবে জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগ বিশ্বব্যাপী সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। উক্ত সমীক্ষায় সদস্য দেশগুলোর কাছে ২০১৫ বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনের তারিখ এবং সম্ভাব্য থিম জানতে চাওয়া হয়। উক্ত বৈশ্বিক জরিপে ৫২ টি দেশ সাড়া দেয়। বেশির ভাগ সদস্য দেশ ২০ অক্টোবর ২০১৫ সালে, বস্তুত ২০১০ সালের প্রথম বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস রাখার পক্ষে মত দেয়।

প্রথম বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনের মতো এবারও দিবসটি বিশ্বব্যাপী সকল দেশে জাতীয়ভাবে এবং বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পালনের পরামর্শ দেয়া হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষণা করা হয় যে, ২০১৫ সালের বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের থিম হবে, 'Better data. better lives' অর্থাৎ উন্নত পরিসংখ্যান, উন্নত জীবন।

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য নির্মূল করা একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। Millennium Development Goals (MDGs) এর ফলে বিগত ১৫ বছরে দ্রুততম হারে মানব ইতিহাসের দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে প্রায় অর্ধ বিলিয়নের কম মানুষ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমার (মাথাপিছু দৈনিক আয় ১.২৫ ডলার) নিচে বাস করে। শিশুমৃত্যুর হার ৩০% বেশি কমেছে যাতে করে ২০০০ সালের তুলনায় প্রায় ৩০ লক্ষ শিশুর জীবন রক্ষা পেয়েছে। ম্যালেরিয়া রোগে মৃতের সংখ্যা প্রায় ২৫% কমে গেছে।

এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ভাল নীতি এবং বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে এমডিজির এই অসাধারণ সাফল্য এনে দিয়েছে। এই সফলতাকে ধরে রেখে ২০১৫ পরবর্তী সালের মূল লক্ষ্য হবে ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা। ইতিহাস বলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বার বার এই ওয়াদাই করেছিলেন এবং তাই পোস্ট ২০১৫ সালের নতুন উন্নয়ন এজেন্ডা হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে এমডিজির অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা, ক্ষুধা দূরীকরণ, পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ২০৩০ সালের মধ্যে মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া। অতএব আমাদেরকে সহস্রাব্দের অগ্রগতিকে আরো গভীরে নিয়ে যেতে হবে কারণ এমডিজির বেলায় হত দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে বাদ পড়া মানুষগুলোর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ২০০০ সাল থেকে আমরা বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন দেখেছি। বিশ্বের জনসংখ্যা ৬ বিলিয়ন থেকে প্রায় ৭.৩ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৮ বিলিয়নে দাঁড়াবে। প্রায় ৫০% মানুষ এখন শহরে বাস করে। ইন্টারনেটের অগ্রগতিকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে হয়। ব্যবসা বা তথ্য আদানপ্রদান বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আসা-যাওয়া একটি রুটিনে পরিণত হয়েছে। তবুও ব্যাপক বৈষম্য রয়ে গেছে এবং সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। ১.২ বিলিয়ন দরিদ্রতম মানুষ বিশ্বের সম্পদের মাত্র ১% ভোগ করে অথচ ধনীরা ৭২% ভোগ করে।

অতএব বলা যায় যে, পোস্ট ২০১৫ সালের বিষয়সূচি একটি ইউনিভার্সাল কর্মসূচি যা বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং সংক্ষেপে তা হলো: ২০১৫ পরবর্তী সালগুলোতে আমদেরকে দারিদ্র্য কমানো থেকে সরে এসে সকল প্রকারের চরম দরিদ্রতা দূর করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন কেউ ধর্ম, বর্ণ, ভৌগোলিক অবস্থান, কোন প্রকার অক্ষমতা, জেন্ডার বা অন্য কোন কারণে তাদের মৌলিক অধিকার এবং ন্যূনতম অর্থনৈতিক সুবিধা হতে বঞ্চিত না হয় (সূত্র: UN panel report)।

পরিসংখ্যান বিষয়ে শিক্ষার গুরুত্ব:

পৃথিবীব্যাপী সরকার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, আর্থিক কোম্পানি, মতামত যাচাইকারী ফার্ম, প্রচারাভিযান, সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানী দল, সংবাদ সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিনিয়ত পরিসংখ্যান তৈরি ও ব্যবহৃত হচ্ছে। বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাওয়ায় সঙ্গত কারণে এই পরিসংখ্যান বিষয়টি আমাদের দেশে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সরকারি কিংবা বেসরকারি স্কুলেও পড়ানো হচ্ছে। এক সময় ছিল, পরিসংখ্যান পড়ানো শুরু হতো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে। কিন্তু কালের পরিক্রমায়, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিসংখ্যান বিষয়ের ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রয়োজনের ফলে পৃথিবীব্যাপী পরিসংখ্যান এখন স্কুল পর্যায় থেকেই পড়ানো হচ্ছে এবং পরিসংখ্যানকে পেশা হিসেবে নিয়ে ক্যারিয়ার গঠন করছেন অনেকেই। প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী ৪.৪ মিলিয়ন পরিসংখ্যানবিদ বিশেষ করে বড় ডাটাভিত্তিক, ডাটা মাইনিং অ্যানালিস্ট-এর প্রয়োজন হবে। খোদ আমেরিকাতেই এর প্রায় অর্ধেক লোক নিয়োগপ্রাপ্ত হবে (সূত্র: ইন্টারনেট)। বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যানের ব্যবহার ও পরিসংখ্যান জগতে চাকরির ক্যারিয়ার গঠন এখন সর্বজনবিদিত।

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও পরিসংখ্যান বিষয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদান ও ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদেরকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে পরিসংখ্যান পড়তে ও শিখতে দেখা যায়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিসংখ্যান পড়ানো হয়। বিশেষ করে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। বিভিন্ন পরিসংখ্যান সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় যেমন: SAS, SPSS, Minitab, STATA, E-views ইত্যাদি। এই সকল সফটওয়্যারের সাহায্যেই বড় কিংবা ছোট ডাটা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। সঠিক ব্যাখ্যাদানের স্বার্থে পরিসংখ্যান ব্যবহারকারীগণকে যথোপযুক্ত তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। তা না হলে সত্যের অপলাপ হতে পারে যা পরিসংখ্যানের অপব্যবহার বলে আখ্যায়িত হয়।

পরিসংখ্যান যেভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে:

যেহেতু আমাদের পৃথিবী ক্রমেই সংখ্যাবাচক এবং উপাত্ত নির্ভর হয়ে যাচ্ছে, তাই পরিসংখ্যানে চাকরির বাজার পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান এবং এ সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে বলে ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিসংখ্যানবিদদের উপর উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য নির্ভরশীল যা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

আমাদের জানামতে পরিসংখ্যান নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিদিন মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে যেমন: প্রতিদিনের খাবার, আবহাওয়া বার্তা, জরুরি অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানো, রোগ নির্ণয় করা, গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষার উন্নয়ন, ব্যবহৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা নিরূপণ, ইন্সুরেন্স পলিসির মূল্য নির্ধারণ, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিতকরণ, ঔষধের নিরাপত্তা বজায় রাখা, সরকার কর্তৃক আইন প্রণয়ন, শিক্ষক মূল্যায়ন চালু রাখা, পরিবেশ পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

আমাদের দেশে পরিসংখ্যানের বর্তমান অবস্থা:

বিভিন্ন দেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় সব উপাত্ত সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশের সকল উপাত্ত যেমন- জনসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রজনন, শ্রমশক্তি, খানার আয়-ব্যয়, দারিদ্র্য পরিস্থিতি, কৃষি উৎপাদন, জাতীয় হিসাব, মূল্য ও মজুরী পরিসংখ্যান, বৈদেশিক বাণিজ্য, ভোগ ও পুষ্টি সংগ্রহ, ইত্যাদি তথ্য প্রকাশ করা হয়, যা দেশের সকল পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে পরিসংখ্যান কার্যক্রমে ব্যাপক গতিশীলতা এসেছে। ইতোপূর্বে বিলুপ্ত পরিসংখ্যান বিভাগ ২০১০ সালে পুনর্গঠিত হয় এবং ২০১২ সালে একে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ হিসেবে সম্প্রসারিত করা হয়। সরকার ২০১৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি মহান জাতীয় সংসদে পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ পাশ করে যা মার্চ ০৩, ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। পরিসংখ্যান আইন পাশের ফলে জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। বর্তমানে পরিসংখ্যান ব্যুরোই সরকারি পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের জন্য একমাত্র সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত। অন্যান্য সরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিসংখ্যান সংগ্রহের ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রশ্নপত্র ও জরিপ পদ্ধতি অনুমোদনের সংস্থান রাখার ফলে দেশে পরিসংখ্যানের দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, সরকার ২৮ অক্টোবর ২০১৩ সালে পরিসংখ্যানের উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র (National Strategy for Development of Statistics- NSDS) অনুমোদন করেছে। এতে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরো বিস্তৃত ও গতিশীল করা এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছে যাতে দেশে একটি জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা (National Statistical System- NSS) গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্তসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ব্যবহার করে। দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত উপাত্ত ব্যবহার করেই গবেষকগণ তাঁদের গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। (সূত্র: কাজী আবদুস সামাদ, ২০১৩)।

লেখক: অধ্যাপক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৫ কার্তিক ১৪২২
২০ অক্টোবর ২০১৫

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতির যৌথ উদ্যোগে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দ্বিতীয় বারের মত 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পরিসংখ্যান উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিমাপক। অর্থনীতিসহ সমাজের অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত সঠিক পরিসংখ্যানই পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত। আজকাল পরিসংখ্যান কেবল অর্থনীতির পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না, বরং তা প্রচলিত পরিমাপের সীমানা পেরিয়ে মানুষের আয়ুষ্কাল, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য-সন্তুষ্টি তথা জীবনবোধের মতো বিমূর্ত বিষয়গুলোর মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর প্রকৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র তুলে ধরতে পরিসংখ্যানের বিকল্প নেই। একারণে বাংলাদেশ সরকার পরিসংখ্যান কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করে তা জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহারে অত্যন্ত আন্তরিক। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়নে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ ও এতদসংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দেশের সকল খাতে পরিসংখ্যানের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও ত্বরান্বিত হবে।

আমি 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ কার্তিক ১৪২২
২০ অক্টোবর ২০১৫

বাণী

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রণয়নে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

আমাদের সরকার জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়নে অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিবেচনায় পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। পরিসংখ্যান উন্নয়নে জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৩ অনুমোদন করেছে। পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে কেন্দ্র হতে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছি।

ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য তথ্য ব্যবহারকারি সংস্থা ও গবেষকগণের মধ্যে পরিসংখ্যানের ব্যবহার আরও সম্প্রসারিত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর '২০ অক্টোবর' দিনটি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও এ বছর দিবসটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পরিসংখ্যানের গুরুত্বকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের পাশাপাশি দেশের আপামর জনগণের নিকট পৌঁছে দেবার সুমহান প্রয়াসে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতির গৃহীত যৌথ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

পরিসংখ্যান কোন একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তোলে যা উক্ত দেশের অগ্রগতি ও বৈষম্যের চিত্র আমাদের সামনে প্রতিভাত করে। এবারে বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের প্রতিপাদ্য শ্লোগান হলো 'Better data, better lives'। বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান জীবনমানের উন্নয়নের পরিবর্তন আনতে এবং প্রগতি সাধনে সবিশেষ অবদান রাখতে পারে। তাই আমাদের প্রয়োজন সঠিক, সময়োচিত এবং বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান এবং তা সংগ্রহের জন্য জনগণকে এবিষয়ে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করা।

সরকার দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণে বদ্ধপরিকর। ২০১৩ সালে প্রণীত পরিসংখ্যান আইন ও জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র এর মাধ্যমে এ দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থা তথা বিবিএসকে শক্তিশালীকরণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে।

পরিশেষে আমি বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫ এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

দেশের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এবার ২০ অক্টোবর ২০১৫ আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'Better data, better lives' অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোক্তাদের তাই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিসংখ্যান একান্ত অপরিহার্য। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ করেছে এবং জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (NSDS) প্রণয়ন করেছে। দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনমিতি, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ, শ্রমশক্তি, শিল্প, সেবাসহ সকল খাতের সঠিক পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আমরা সফল হব, আমি এরূপ আশা রাখি।

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আমি পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতিসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এম. এ. মান্নান এমপি

মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(যেখানে আপনার একটি স্বপ্ন আছে)

বাণী

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২০ অক্টোবর 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি মূল প্রতিপাদ্য 'Better data, better lives'। বৈশ্বিক জ্ঞান, উন্নত পদ্ধতি ও ধারণা, নতুন প্রযুক্তি ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO) হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার Official Statistics এর গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক ইতোমধ্যে পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ ও National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) প্রণয়ন করেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত এমডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৫ অনুযায়ী দারিদ্র হ্রাস, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবায় বাংলাদেশ অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। তবে ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর বিভিন্ন Goal ও Target সমূহের সূচক পরিমাপ ও পরিবীক্ষণে বিবিএস এর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালীকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এ গুরুত্বপূর্ণ দিবসটি উদ্‌যাপনে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিবিএস এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি (বিএসএ) যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

আমি 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আহম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' পালিত হচ্ছে। এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'Better data, better lives'। জীবন ও জনপদের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণে সঠিক ও সময়োচিত পরিসংখ্যান প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশ্বসম্প্রদায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDGs) গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি পরিবীক্ষণে পরিসংখ্যানবিদগণ মূল্যবান অবদান রাখবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিসংখ্যানকে জনকল্যাণে নিবেদিত করে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সময়ের দাবি।

সরকার ইতোমধ্যে 'পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩' প্রণয়নের মাধ্যমে পরিসংখ্যানের ভিত্তিকে মজবুত করেছে। এছাড়াও দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics-NSDS) অনুমোদন করেছে। এর ফলে দেশে একটি শক্তিশালী জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা (National Statistical System-NSS) প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সুপ্রশস্ত হয়েছে।

সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক পরিসংখ্যানের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ একে সম্প্রসারণ করে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে রূপান্তর করেছে। এতে পরিসংখ্যানের সাথে তথ্যপ্রযুক্তির নিবিড় সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় যা রূপকল্প ২০২১ তথা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' উদযাপন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণ কামনা করি।

'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' সফল ও সার্থক হোক।

কানিজ ফাতেমা এনডিসি

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাণী

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর ২০ অক্টোবর 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস' পালিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ অক্টোবর ২০১৫ সারা বিশ্বে পরিসংখ্যান দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' এর প্রতিপাদ্য বিষয় 'Better data, better lives'। বাংলায় 'উন্নত পরিসংখ্যান, উন্নত জীবন'। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে সেমিনার, র‍্যালি, পুস্তক প্রদর্শনী, ক্রোড়পত্র, স্মরণিকা প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য ভিত্তিক ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হাতে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গঠিত হবার পর থেকেই দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, জনমিতি, কৃষি, নারী উন্নয়ন, মানবসম্পদ, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অফিসিয়াল পরিসংখ্যান সরবরাহ করে আসছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর আদম শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারি ও কৃষি শুমারি পরিচালনাসহ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করে। এ সকল শুমারি ও জরিপের তথ্য উপাত্ত সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নীতিনির্ধারণ, গবেষণা, একাডেমিক শিক্ষা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ হওয়ায় কৃষি শুমারির সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ নিয়ে ২০১৮ সালে সমন্বিত শুমারি পরিচালিত হবে। এছাড়া দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের চাহিদা পূরণকল্পে যুগান্তরি পদক্ষেপ হিসেবে সরকার জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র- National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) অনুমোদন করেছে। এটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল পর্যায়ে অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের সার্বিক ব্যবহারকে সামনে রেখে 'বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ২০১৫' উদ্‌যাপনে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ

সভাপতি
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি

বাণী

২০ অক্টোবর, ২০১৫ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি যৌথভাবে এর আয়োজকের ভূমিকা রেখে এক মহান দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমানে উন্নয়ন পরিকল্পনা, গবেষণা ও মানব কল্যাণে ব্যাপকভাবে পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই এবারের বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসের প্রতিপাদ্য 'Better data, better lives' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

বাংলাদেশে পরিসংখ্যানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হলেও শিক্ষা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এখনও অনেক কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিসংখ্যানের পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী করতে হবে। সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে পরিসংখ্যান বিভাগ খুলতে হবে। কলেজসমূহে পরিসংখ্যান শিক্ষাদানের জন্য পরিসংখ্যানে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনবল বৃদ্ধি করে উপজেলা পর্যন্ত ক্যাডার পদ সৃষ্টি করে ব্যবহারিক পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস পালনের মাধ্যমে পরিসংখ্যান সম্পর্কে জনসচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং পরিসংখ্যান সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

অধ্যাপক ড. এম নূরুল ইসলাম

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি | ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন | জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল